বৈদেশিক খাত

৯.১ অর্থবছর ০৭-এ দেশে ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও রপ্তানি ও আমদানি খাতে উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক খাতে জোরালো অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। রপ্তানি ও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ০৭-এর চলতি হিসাব খাতের উদ্বৃত্তকে প্রসারিত করে এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ শতকরা ৪৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

ভাসমান বিনিময় হার নীতি অনুসরণ ও আমদানি বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে টাকা-ডলার বিনিময় হার অর্থবছর ০৭ ব্যাপী যুক্তিসংগতভাবে প্রায় স্থির ছিল। অর্থবছর ০৭-এ টাকা শতকরা ২.৮ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়। বৈদেশিক খাতের কয়েকটি প্রধান নির্দেশকের গতিবিধি চার্ট ৯.১-এ দেখানো হলো।

চার্ট ৯.১ বৈদেশিক খাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ

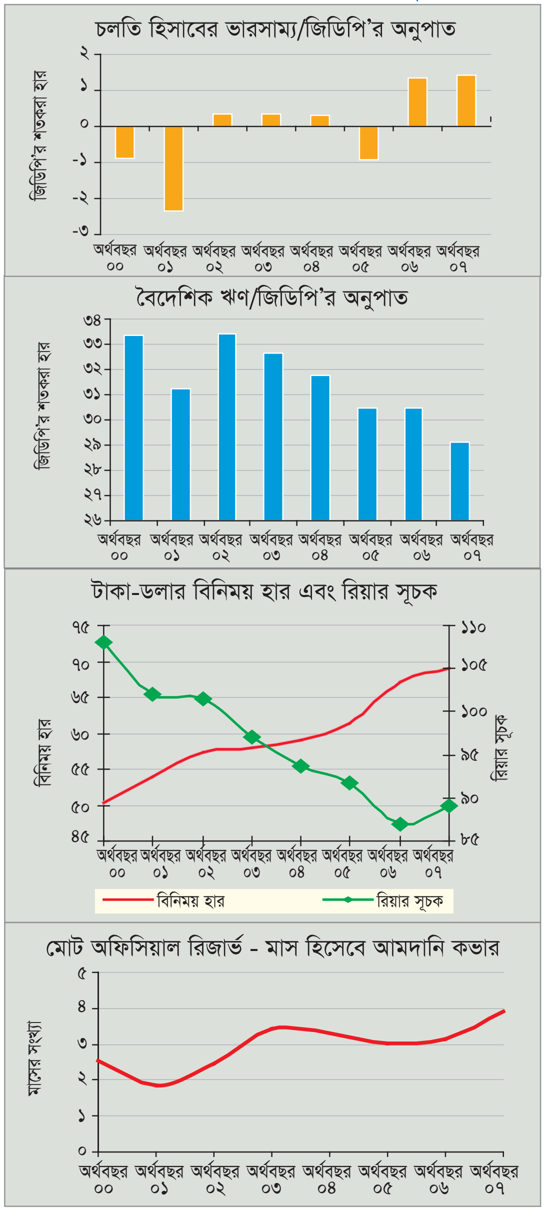

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য - সার্বিক পরিস্থিতি

৯.২ অর্থবছর ০৭-এ রপ্তানি আয় (এফওবি) ১৬৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ১৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২০৫৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। চা, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও কৃষি পণ্য (যা উলেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায় যথাক্রমে প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ, শতকরা ১ ভাগ, শতকরা ১১ ভাগ এবং শতকরা ৭ ভাগ) ছাড়া প্রায় সকল রপ্তানিযোগ্য পণ্যের রপ্তানি উলেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ নীটওয়্যার পণ্য (শতকরা ১৯.৩ ভাগ) ও ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ (শতকরা ১৪.১ ভাগ) রপ্তানির উলেখযোগ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে অব্যাহতভাবে সহায়তা করে। টেরী টাওয়েল, হিমায়িত খাদ্য ও রাসায়নিক সার রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বধারা অব্যাহত থাকে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ চামড়া রপ্তানির প্রবৃদ্ধি উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অর্থবছর ০৭-এ অন্যান্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিবিধ পণ্য মূল্যের হিসেবে রপ্তানি আয়ে উচ্চ শতকরা ২৫.০ ভাগ প্রবৃদ্ধি

অর্জিত হয়। জিডিপির শতকরা হারে মোট রপ্তানি আয় অর্থবছর ০৬-এর ১৬.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৭.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

৯.৩ মোট আমদানি ব্যয় (এফওবি) অর্থবছর ০৭-এ ২২১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (শতকরা ১৬.৬ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৫১১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মসলা, চিনি, চাল, গম, মূলধনী যন্ত্রপাতি, তন্তুজাত দ্রব্য, ভোজ্য তেল, প্লাস্টিক ও রাবার এবং আনুষংগিক উপকরণ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, ডাল, তৈল বীজ, সুতা, কাঁচা তুলা এবং ক্লিংকারের বর্ধিত চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি আমদানি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উলেখ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও ঔষধ সামগ্রী আমদানি হ্রাস পায়। জিডিপি'র শতকরা হারে আমদানি ব্যয় অর্থবছর ০৬-এর ২১.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ২২.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

৯.৪ রপ্তানির তুলনায় আমদানির সামগ্রিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি বাণিজ্য ঘাটতিকে আরো প্রসারিত করে অর্থবছর ০৬-এর ২৮৮৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৩৪৫৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সেবা হিসাবে প্রাপ্তির চেয়ে পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘাটতিও পূর্ববর্তী বছরের ১০২৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১২৬১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একই কারণে আয় হিসাবের ঘাটতিও অর্থবছর ০৬-এর ৭০২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৮৮৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৭-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ উলেখযোগ্য পরিমাণ প্রায় শতকরা ২৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হস্তান্তর খাতে প্রাপ্তি অর্থবছর ০৬-এর ৫৪৩৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৬৫৫৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এসব উন্নতির ফলে চলতি হিসাব খাতের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ০৬-এর ৮২৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৯৫২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। জিডিপি'র শতকরা হারে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ১.৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ১.৪ ভাগে দাঁড়ায়।

৯.৫ স্বল্প মেয়াদি ঋণ (তেল আমদানির সাথে সম্পর্কিত) বৃদ্ধির কারণে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে প্রাপ্তি ৯৭৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পায়। ফলে, সার্বিক ভারসাম্যের

চার্ট ৯.২

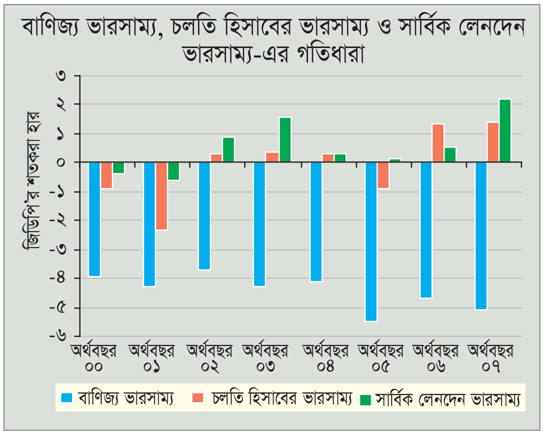

সারণী ৯.১ রপ্তানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	শতকরা পরিবর্তন
১) কাঁচা পাট	১৪৮.৩	১৪৭.২	-০.৭
২) পাটজাত দ্রব্য	৩৬১.০	৩২০.৮	-১১.১
৩) চা	১১.৯	৬.৯	-৪২.০
৪) চামড়া	২৫৭.৩	২৬৬.১	৩.৪
৫) হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৪৫৯.১	৫১৫.৩	১২.২
৬) ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ	৪০৮৩.৮	৪৬৫৭.৬	১৪.১
৭) নীটওয়্যার দ্রব্যাদি	৩৮১৭.০	৪৫৫৩.৬	১৯.৩
৮) রাসায়নিক সার	১২৪.১	১২৫.১	০.৮
৯) টেরী টাওয়েল	৮০.২	১০৬.০	৩২.২
১০) অন্যান্য	১১৮৩.৫	১৪৭৯.৩	২৫.০
মোট ঃ	১০৫২৬.২	১২১৭৭.৯	১৫.৭

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

চার্ট ৯.৩

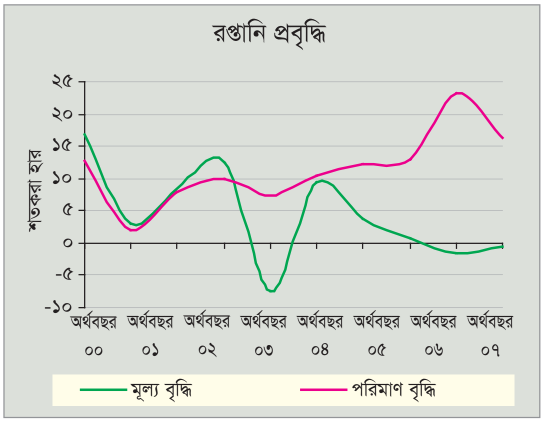

উদ্বৃত্ত অর্থবছর ০৬-এর ৩৩৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এ রিপোর্টের পরিশিষ্ট-২ এর ১৬ নম্বর সারণীতে অর্থবছর ০৬ এবং ০৭-এর লেনদেন ভারসাম্যের বিবরণী দেখানো হলো। চার্ট ৯.২ এ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর বাণিজ্য, চলতি হিসাব এবং সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা দেখানো হয়েছে।

৯.৬ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে সরকার কর্তৃক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ৭৪৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৭৬০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

রপ্তানি

৯.৭ অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ দেশের রপ্তানি আয়ে উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, যা সারণী ৯.১ এবং চার্ট ৯.৩ এ দেখানো হয়েছে। অর্থবছর ০৭-এ সর্বমোট রপ্তানি আয় অর্থবছর ০৬-এর ১০৫২৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২১৭৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের রপ্তানি ঝুড়িতে তৈরি পোশাকের (ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ এবং নীটওয়্যার) বৃহত্তম অংশ (তিন চতুর্থাংশ) বজায় রাখা অর্থবছর ০৭-এও অব্যাহত থাকে।

রপ্তানির গন্তব্য

৯.৮ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বাজারসমূহের উপর বাংলাদেশের রপ্তানির অধিকতর নির্ভরতা অর্থবছর ০৭-এও অব্যাহত থাকে। আলোচ্য অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে শতকরা ৫২.৬ ভাগ এবং নাফটা (NAFTA) জোটভুক্ত দেশগুলোতে শতকরা ৩২.৫ ভাগ পণ্য রপ্তানি করা হয়। অর্থবছর ০৭-এ মোট রপ্তানি আয়ে ASEAN+3 গ্রুপভুক্ত দেশগুলো (অর্থাৎ ASEAN বক, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া), সার্ক (SAARC) এবং অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.৩ ভাগ, ৩.০ ভাগ ও ৭.৬ ভাগ (চার্ট ৯.৪)।

রপ্তানি কাঠামো

৯.৯ **তৈরি পোশাক (ওভেন পোশাক ও নীটওয়্যার পণ্য) ঃ** একক রপ্তানি মূল্যের ক্রমাবনতি সত্ত্বেও মূলত জাহাজীকরণ

চার্ট ৯.৪

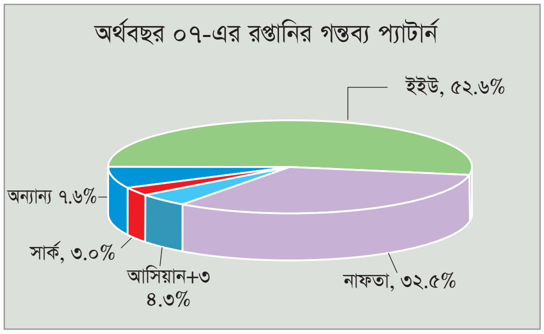

বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির শতকরা ৫০.৬ ভাগ অর্জনকারী ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ এর উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় রপ্তানি আয় অর্থবছর ০৬-এর ৪০৮৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৪৬৫৭.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। নীটওয়্যার পণ্যের রপ্তানি উলেখযোগ্য পরিমাণ শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধির কারণে রপ্তানি আয়ে উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, যা অর্থবছর ০৬-এর ৩৮১৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৪৫৫৩.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

৯.১০ **হিমায়িত খাদ্য ঃ** অর্থবছর ০৭-এ হিমায়িত খাদ্য খাতে বিশেষ করে চিংড়ির রপ্তানি আয়ে উলেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি আয় অর্থবছর ০৬-এর ৪৫৯.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৫১৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ গড় একক মূল্য ও রপ্তানির পরিমাণ উভয়ই যথাক্রমে শতকরা ৭.৭ ভাগ এবং শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

৯.১১ **কাঁচা পাট ঃ** অর্থবছর ০৭-এ ৩.৪ মিলিয়ন বেল কাঁচা পাট রপ্তানির মাধ্যমে ১৪৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয় যেখানে অর্থবছর ০৬-এ সমপরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানি করে ১৪৮.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছিল। অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ রপ্তানির পরিমাণ একই থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে গড় একক মূল্য শতকরা ০.৭ ভাগ হ্রাস পাওয়ায় রপ্তানি আয় হ্রাস পায়।

৯.১২ **পাটজাত দ্রব্য ঃ** অর্থবছর ০৭-এ ০.৫৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৩২০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ ০.৬১

মিলিয়ন মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ৩৬১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ ও গড় একক মূল্য উভয়ই যথাক্রমে শতকরা ১০.৮ ভাগ ও শতকরা ০.৪ ভাগ হ্রাস পাওয়ায় পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয় শতকরা ১১.১ ভাগ হ্রাস পায়।

৯.১৩ **চামড়া ঃ** অর্থবছর ০৭-এ চামড়ার রপ্তানি আয়ে শতকরা ৩.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। অর্থবছর ০৭-এ ৫৩.৮ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া রপ্তানি করে ২৬৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অর্জিত হয়, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ এ খাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৬.৬ মিলিয়ন বর্গফুট এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ২৫৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ চামড়া রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেলেও গড় একক মূল্য শতকরা ৪৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় চামড়া খাত থেকে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

৯.১৪ **চা ঃ** অর্থবছর ০৭-এ ৪.৮ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করে ৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অর্জিত হয়, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ চা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮.৭ মিলিয়ন কেজি এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ চা এর গড় একক মূল্য শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানি উলেখযোগ্য পরিমাণ শতকরা ৪৪.৬ ভাগ হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের মোট রপ্তানি শতকরা ৪২.০ ভাগ হ্রাস পায়।

৯.১৫ **রাসায়নিক সার ঃ** রাসায়নিক সার হতে রপ্তানি আয় অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৭-এ ০.৪৪ মিলিয়ন টন রাসায়নিক সার রপ্তানি করে ১২৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় অর্জিত হয়, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ রাসায়নিক সার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ০.৭০ মিলিয়ন টন এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১২৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রাসায়নিক সার রপ্তানির পরিমাণ উলেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেলেও গড় একক মূল্য শতকরা ৫৯.০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখাতের রপ্তানি আয় মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

রপ্তানি উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ

৯.১৬ বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস হলো রপ্তানি খাত। বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদার ও সহজতর হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ ক্রমাগতভাবে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ পণ্য উৎপাদনে তার তুলনামূলক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার এ খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার রপ্তানি খাতকে সীমিত পণ্য নির্ভরতা হতে মুক্ত করে পণ্য বহুমুখীকরণ এবং বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্যবসায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আমদানি ও রপ্তানি নীতি সহজীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, ব্যবসার খরচ হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার সামগ্রিক মান উন্নয়ন ইত্যাদি মুখ্য বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছে। একই সাথে সরকার সেবা খাত যেমন, ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন টেকনোলজি, কনসাল্‌টেশন সার্ভিস, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদির সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে সরকার তিন বছর মেয়াদি রপ্তানি নীতি ২০০৬-২০০৯ প্রণয়ন করেছে (বক্স ৯.১)। এ নীতিতে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পৃথকভাবে একটি রপ্তানি কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। রপ্তানি কৌশলপত্রের উলেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো রপ্তানির লক্ষ্য, রপ্তানি কৌশল ও পরিধি, পণ্য বহুমুখীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, রপ্তানির সাধারণ সুবিধাদি, পণ্য-ভিত্তিক বিশেষ সুবিধাসমূহ এবং রপ্তানি উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯.১৭ দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের রপ্তানি কাজে ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল, একসেসরিজ, স্পেয়ার পার্টস্ এবং প্যাকিং সামগ্রী আমদানিতে রপ্তানি এলসির আওতায় একজন রপ্তানিকারক সর্বোচ্চ এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

অর্থবছর ০৭-এ ইডিএফ হতে মোট ১৭৫.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ এর পরিমাণ ছিল ১৭২.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইডিএফ এর আওতায় ডলারের সুদের হার LIBOR+১% এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

বক্স ৯.১

রপ্তানি নীতি ২০০৬-২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

২০০৭ সালের ৩১ মে বাংলাদেশ সরকার ৩-বছর মেয়াদি রপ্তানি নীতি (২০০৬-২০০৯) ঘোষণা করে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

১। রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, প্রযুক্তি আহরণ ও পণ্য বিপণন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে খাত ভিত্তিক কর্মকাণ্ড/পণ্যভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (Business Promotion Councils) গঠন করা হয়েছে এবং এ ধরনের আরো কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করা হবে।

২। উৎপাদিত পণ্যের খাতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত, এবং খ) বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাতভুক্ত পণ্যগুলো হলো ঃ কৃষি পণ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য, হালকা প্রকৌশল পণ্য (অটো-পার্টস ও বাইসাইকেলসহ), জুতা ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, সফটওয়্যার ও আইসিটি পণ্য এবং হোম টেক্সটাইল। বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতভুক্ত পণ্যগুলো হলো ঃ ফিনিশড্ চামড়া উৎপাদন, হিমায়িত মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্পজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক পণ্য, তাজা ফুল ও ফলিয়েজ, পাটজাত পণ্য, পাহাড়ী তাঁত বস্ত্র, অমসৃণ হীরা এবং ভেষজ ঔষধ ও ঔষধি উদ্ভিদ।

৩। এ নীতি অনুযায়ী ঔষধ ছাড়া প্রত্যেক রপ্তানিকারক বছরে সর্বোচ্চ ৫০০০/- মার্কিন ডলার পর্যন্ত এফওবি ভিত্তিতে নমুনা দ্রব্যাদি (sample of goods) রপ্তানি করতে পারবে। রপ্তানি এলসি (export L/Cs) ব্যতিরেকে নমুনা হিসেবে ঔষধ বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- মার্কিন ডলার, এবং প্রতিটি রপ্তানি এলসির মোট মূল্যের শতকরা ১ ভাগ বা সর্বোচ্চ ১,০০০/- মার্কিন ডলার, যেটি কম হবে; শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭,৫০০/- মার্কিন ডলার; প্রমোশনাল মেটেরিয়্যালের (ক্রেশিয়ার, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যে কোন মূল্য বা ওজন; ১,০০০/- মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের উপহার সামগ্রী বা গিফট পার্সেল; বাংলাদেশের বাইরে ভ্রমণকারী ব্যক্তির বৈধ (bonafide) ব্যাগেজ; এবং সরকার কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী নমুনা হিসেবে রপ্তানি করা যাবে।

৪। এ নীতি অনুযায়ী অন্ট্রাপো ও পুনঃরপ্তানি করা যাবে। অন্ট্রাপো (entre-pot) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে সাধারণ সিএন্ডএফ মূল্যের শতকরা ৫ ভাগের অধিক মূল্য সংযোজন করে রপ্তানি করাকে বুঝাবে। পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে বন্দরে ঘোষিত আমদানিকৃত মূল্যের (সিএন্ডএফ) সাথে ন্যূনতম শতকরা ১০ ভাগ মূল্য সংযোজনপূর্বক পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাবে।

৫। EXP ফরম ও শিপিং বিল দাখিল সাপেক্ষে এলসি ছাড়াই বাইয়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পার্চেজ-অর্ডার বা অ্যাডভান্সড্ পেমেন্টের ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানি করা যাবে। কনসাইনমেন্টে ভিত্তিতেও এলসি ছাড়াই সকল প্রকার পণ্য এলসি ছাড়া রপ্তানি করা যাবে।

৬। কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট ইন্ডেমনিটি বন্ড (indemnity bond) প্রদান সাপেক্ষে আমদানিকৃত পণ্য মেরামত, প্রতিস্থাপন অথবা শুধুমাত্র পুনঃভর্তির (refilling) উদ্দেশ্যে সিলিন্ডার ও আইএসও ট্যাংক সাময়িকভাবে রপ্তানি-কাম-আমদানি করা যাবে। কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত পুনঃ আমদানির শর্তে কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে carnete de passage হিসেবে যানবাহন সংগে নিতে পারবে।

৭। কাস্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ফ্রাস্ট্রেটেড্ কার্গো (frustrated cargo) পুনঃরপ্তানি করা যাবে।

৮। নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে নির্মাণ, প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক কোম্পানীসমূহ তাদের কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত মেশিনারী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সাময়িকভাবে রপ্তানি-ও-আমদানি করতে পারবে।

৯। অন্যবিধ শর্ত আরোপ করা না থাকলে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে না।

১০। যে সকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল পণ্য রপ্তানিকালে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

১১। রপ্তানিকারক রপ্তানিকৃত পণ্যমূল্য প্রত্যাবাসনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তার বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা রাখতে পারবে। এ অর্থ রপ্তানিকারকগণ বোনাফাইড ব্যবসায়িক প্রয়োজন যথাঃ বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশে রপ্তানি মেলায়, সেমিনারে অংশগ্রহণ, কাঁচামাল আমদানি, মেশিনারী ও স্পেয়ার পার্টস্ ক্রয় এবং বিদেশে অফিস স্থাপন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

১২। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল নামে একটি ফান্ড থাকবে, যা স্বল্প সুদে ও সহজ উৎপাদন শর্তে প্রকল্প ঋণ (venture capital), বৈদেশিক কারিগরি সাহায্য প্রাপ্তিতে সহায়তা, পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণে সেবা এবং কারিগরি সহায়তা, বিদেশে বাজারজাতকরণ মিশন প্রেরণে সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

১৩। রপ্তানিকারকগণ অপরিবর্তনীয় ঋণপত্র ও নিশ্চিত চুক্তির আওতায় শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব বিষয় বিবেচনা করবে এবং রপ্তানিকারকদের বিগত বছরের সাফল্যের ভিত্তিতে নগদ ঋণ সীমা নির্ধারণ করবে।

১৪। আমদানি নির্ভর রপ্তানি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিবেচনা করবে।

আমদানি

৯.১৮ অর্থবছর ০৭-এ মোট আমদানি (এফওবি) এর পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ১৩৩০১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৫১১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ব্যবহারকারী ও শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানি বৃদ্ধি পায়। চিনি, চাল, গম, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ভোজ্য তেল, প্লাস্টিক ও রাবার এবং আনুষংগিক উপকরণ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, সুতা, কাঁচা তুলা, রাসায়নিক দ্রব্য এবং ক্লিংকার আমদানি অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে (সারণী ৯.২)। বিশেষ করে, চিনি আমদানি ব্যয় অর্থবছর ০৬-এর ১২৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উলেখযোগ্য পরিমাণ শতকরা ১৩৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ২৯৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। চাল আমদানি ব্যয় অর্থবছর ০৬-এর ১১৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উলেখযোগ্য পরিমাণ শতকরা ৫৩.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। গম, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ভোজ্য তেল, প্লাস্টিক এবং রাবার ও আনুষংগিক উপকরণ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, সুতা, কাঁচা তুলা, রাসায়নিক দ্রব্য এবং ক্লিংকার আমদানি ব্যয় অর্থবছর ০৬-এর ৩০১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৫৩৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৪৭৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫২৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৪০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫০১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৭৪২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫৮০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে যথাক্রমে শতকরা ৩৩.২ ভাগ, শতকরা ২৫.৩ ভাগ, শতকরা ২৩.৩ ভাগ, শতকরা ২২.৯ ভাগ, শতকরা ২২.১ ভাগ, শতকরা ১৬.২ ভাগ, শতকরা ১৫.৬ ভাগ, শতকরা ১৫.২ ভাগ ও শতকরা ১৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ যথাক্রমে ৪০১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯২৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫৮৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৬৪৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৭০৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৫৮২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮৫৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৬৬৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৪০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি অর্থবছর ০৬ এর ৬০৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উলেখযোগ্য পরিমাণ শতকরা ১৩.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫২৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একইভাবে, ঔষধ সামগ্রী আমদানি অর্থবছর

সারণী ৯.২ আমদানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ২০০৬	অর্থবছর ২০০৭[সা]	শতকরা পরিবর্তন
১। খাদ্যশস্য	৪১৮	৫৮১	৩৯.০
ক) চাল	১১৭	১৮০	৫৩.৮
খ) গম	৩০১	৪০১	৩৩.২
২। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	৭৩	৮৩	১৩.৭
৩। মসলা	৩২	৭৬	১৩৭.৫
৪। তেলবীজ	৯০	১০৬	১৭.৮
৫। ভোজ্য তেল	৪৭৩	৫৮৩	২৩.৩
৬। ডাল (সকল প্রকার)	১৬৪	১৯৫	১৮.৯
৭। চিনি	১২৪	২৯৪	১৩৭.১
৮। ক্লিংকার	২১০	২৪০	১৪.৩
৯। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬০৪	৫২৪	-১৩.২
১০। পিওএল	১৪০০	১৭০৯	২২.১
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৫৮০	৬৬৮	১৫.২
১২। ঔষধ সামগ্রী	৫০	৪৯	-২.০
১৩। সার	৩৪২	৩৫৭	৪.৪
১৪। ডাইং ও ট্যানিং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	১৪৮	১৬১	৮.৮
১৫। প্লাস্টিক ও রাবার এবং তৎজাত সামগ্রী	৫২৩	৬৪৩	২২.৯
১৬। কাঁচা তুলা	৭৪২	৮৫৮	১৫.৬
১৭। সুতা	৫০১	৫৮২	১৬.২
১৮। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	১৭২৮	১৮৯২	৯.৫
১৯। তন্তুজাত দ্রব্য	৭৬	৯৭	২৭.৬
২০। লৌহ এবং ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	৯৮০	৯৮৫	০.৫
২১। মূলধনী দ্রব্য	১৫৩৯	১৯২৯	২৫.৩
২২। অন্যান্য	২৮৮৭	৩৪০১	১৭.৮
উপ মোট (১+...+২২)	**১৩৬৮৪**	**১৬০১৩**	**১৭.০**
ইপিজেড এবং আমদানি	১০৬২	১১৪৪	৭.৭
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**১৪৭৪৬**	**১৭১৫৭**	**১৬.৪**
বাদ (-) জাহাজ ভাড়া ও বীমা চার্জ	১৪৪৫	১৬৪৬	১৩.৯
মোট আমদানি (এফওবি)	**১৩৩০১**	**১৫৫১১**	**১৬.৬**

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। সা=সাময়িক।

চার্ট ৯.৫

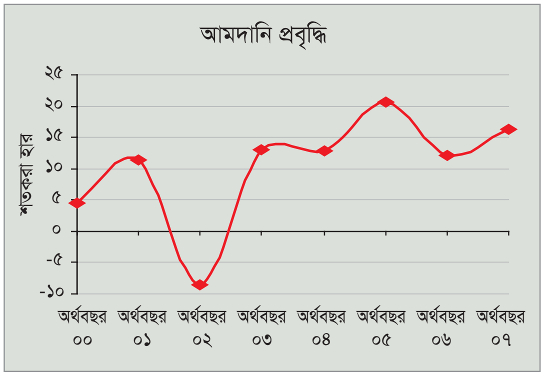

০৬-এর ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ২.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৪৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা চার্ট ৯.৫ এ দেখানো হলো।

বাণিজ্য শর্ত

৯.১৯ অর্থবছর ০৭-এ রপ্তানি মূল্য সূচক শতকরা ২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে আমদানির মূল্য সূচকও শতকরা ৪.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে, অর্থবছর ০৭-এ বাণিজ্য শর্ত অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় শতকরা ১.৫ ভাগ অবনতি ঘটে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

৯.২০ চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত সুসংহতকরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের সহায়ক ভূমিকা পালন অব্যাহত রয়েছে। এ খাত থেকে প্রাপ্তি অর্থবছর ০৬-এর ৪৮০১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ২৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ৫৯৭৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এর প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ যেমনঃ টাকা উত্তোলন কার্যক্রম বৃদ্ধি, বিদেশী ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ এর বিবরণী পর্যালোচনা, ব্যাংকগুলোর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকিকরণ ইত্যাদি। এছাড়া, প্রেরিত অর্থ দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত গতিতে প্রাপকের বরাবরে পৌঁছানোর ব্যাপারে সংশিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের লীড টাইম হ্রাসকরণ। ফলে অর্থ বিলি/বন্টন ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি ঘটে। এখানে আরো উলেখ্য যে, বাংলাদেশের ৩৮টি ব্যাংক ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২২৯টি বিদেশী ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ এর মধ্যে উত্তোলন ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়েছে। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিটি এক্সচেঞ্জ হাউজের বার্ষিক ৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিটি এক্সচেঞ্জ হাউজের বার্ষিক ২.০০ মিলিয়ন পাউন্ড (GBP) এবং কানাডা ভিত্তিক প্রতিটি এক্সচেঞ্জ হাউজের বার্ষিক ২.৫ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার রেমিট্যান্স সংগ্রহের নিম্ন সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স উলেখযোগ্য পরিমাণে শতকরা ২৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৭৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে রেমিট্যান্স অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৭.৭৫ ভাগ থেকে ১.০৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৮.৮৩ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৬ এবং ০৭-এর সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশগুলোর অবস্থান চার্ট ৯.৭-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৯.৩ ঃ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

অর্থবছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত
অর্থবছর ০০	১১৭.৪৯	১২৬.৬৪	৯২.৭৭
অর্থবছর ০১	১২০.৩১	১৩৬.১৭	৮৮.৩৫
অর্থবছর ০২	১২৩.১৫	১৪৬.৪১	৮৪.১১
অর্থবছর ০৩	১২৬.২৩	১৫৭.৭৬	৮০.০১
অর্থবছর ০৪	১৩৫.১৯	১৬৪.১৫	৮২.৩৬
অর্থবছর ০৫	১৩৯.৬০	১৬৯.৯৬	৮২.১৪
অর্থবছর ০৬	১৪২.৩৮	১৭৬.৬৬	৮০.৬০
অর্থবছর ০৭[প্রা]	১৪৫.৯৪	১৮৩.৮১	৭৯.৪০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রা=প্রাক্কলন।

চার্ট ৯.৬

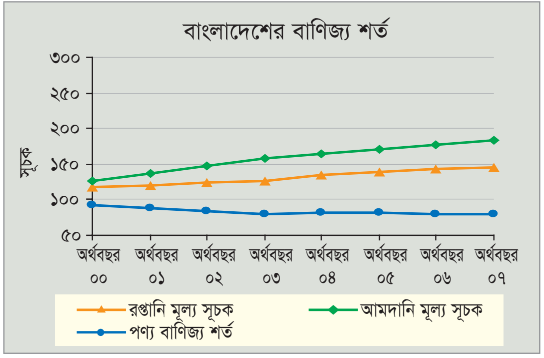

চার্ট ৯.৭

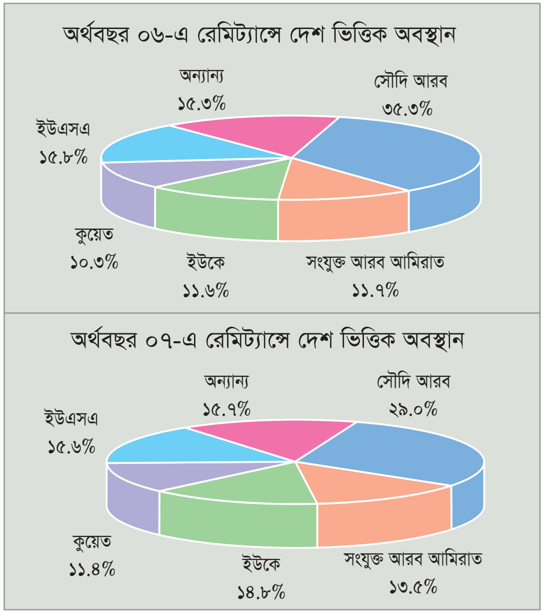

বক্স ৯.২

আমদানি নীতি ২০০৬-২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশ্ব বাণিজ্যের ব্যাপক পরিবর্তন ও প্রসার, মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সংগতি সাধন, যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ভোক্তার কাছে সরবরাহকরণ, রপ্তানি সংশিষ্ট শিল্পের ভিত্তি প্রসারণ, বৈদেশিক বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকরণ এবং স্থানীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকার একটি ৩ (তিন) বছর মেয়াদি আমদানি নীতি ২০০৬-২০০৯ ঘোষণা করেছে, যা ১৪ মে ২০০৭ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন আমদানি নীতিতে যেসব বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হলোঃ আমদানি নীতি সহজীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে মুক্তভাবে প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান এবং শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে আমদানি নীতির সংগতি সাধন।

আমদানি নীতি ২০০৬-২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। ধর্মীয় ও স্বাস্থ্যগত কারণে কতিপয় পণ্যের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যেমনঃ সকল জীবিত শুকর ও শুকরজাত পণ্য, নিষিদ্ধ প্রকাশনা/বই এবং এরূপ পত্র/পত্রিকা যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, মদ্য ও মদ্যজাত পণ্য, পপি বীজ, পোস্তাদানা, কৃত্রিম সরিষার তেল (ally isothiocyonate), ঘন চিনি (sodium cyclamate), গ্যাস সিরিঞ্জ, ঘাস (andropogen SPP) এবং ভাং (cannabis sativa), সকল প্রকার বর্জ্য, ৪-বছরের বেশি পুরাতন গাড়ি, ২-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট ৩-হুইলার যানবাহন (টেম্পো, অটোরিক্সা ইত্যাদি), পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি।

২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সামরিক অস্ত্রসহ যাবতীয় অস্ত্র আমদানি করতে পারবে। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ অস্ত্র যেমনঃ পিস্তল, রিভলভার, এয়ারগান প্রভৃতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে অনুমোদিত ডিলারগণ আমদানি করতে পারবে। বেসরকারি খাতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ঐসব অস্ত্র টিসিবি/নিয়োগকৃত কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি আমদানি করতে পারবে।

৩। সড়ক, নৌ ও বিমান পথে C&F, CFR, CPT, CIF এবং FOB ভিত্তিতে পণ্য আমদানি করা যাবে। এফওবি ভিত্তিতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট আমদানিকারককে এতদ্‌সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪। কোন অনুমোদিত পণ্য এলসিএ (LCA) এর বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে কোন অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত আমদানি করা যাবে।

৫। সমগ্র বাংলাদেশের আমদানিকারকগণ এক বা একাধিক গ্রুপ গঠন করে যৌথভাবে তাদের সুবিধা অনুযায়ী আমদানি করতে পারবে। তবে, শর্ত থাকে যে, এ ক্ষেত্রে শিল্প মালিকদের সাথে শিল্প মালিকদের এবং বাণিজ্যিক আমদানিকারদের সাথে বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের গ্রুপ তৈরি করতে হবে।

৬। আমদানি রেজিস্ট্রেশন ফি ১৫০০-২০০০০ টাকা এবং নবায়ন ফি ১৫০০-১৫০০০ টাকা হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, আমদানি ও রপ্তানির প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ছাড়াই নতুন ডিজাইনের পণ্য যেমনঃ তৈরি পোশাক শিল্পের মত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকগণ গত অর্থবছরের রপ্তানির সর্বোচ্চ শতকরা ০.৩ ভাগ কাপড় নমুনা হিসেবে আমদানি করতে পারবে।

৭। বিজিএমইএ কর্তৃক অনুমোদিত ইউডি (Utilization Declaration) অনুযায়ী কাঁচামাল ও প্যাকেজিং মালামাল ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানি করা যাবে।

৮। যে কোন দেশে উৎপাদিত দুধ, দুগ্ধ খাদ্য, দুগ্ধজাত পণ্য, ভোজ্য তেল এবং অন্যান্য খাদ্য জাতীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ঐসব পণ্যের তেজস্ক্রিয়তার লেভেল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এছাড়া, এসব পণ্যের প্যাকেট/মোড়কের গায়ে উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৯। পেন্টিয়াম-৩ মডেলের পূর্বের কোন মডেলের কম্পিউটার আমদানি করা যাবে না। পুরানো কম্পিউটারের খুচরা যন্ত্রপাতি ও ইউপিএসও আমদানি করা যাবে না।

১০। পণ্যের মূল্য, মান ও উৎপাদনের তারিখ সম্পর্কিত প্রাক জাহাজীকরণ সনদ মাল খালাসের পূর্বে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই দাখিল করতে হবে। সকল প্রকার খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিএসটিআই সার্টিফিকেট গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

১১। প্যারেন্ট স্টক এবং গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক থেকে এক-দিনের মুরগীর জীবিত বাচ্চা আমদানি কালে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে Avian Influenza মুক্ত সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১২। মাছ আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফরমালিন মুক্ত সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া, টিনজাত মাছ আমদানির ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, নীট্ ওজন ইত্যাদি টিন/ক্যান এর উপর অবশ্যই লেখা থাকতে হবে।

১৩। গরুর মাংস, খাসীর মাংস ও মোরগের মাংস আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে (Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) এবং এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা মুক্ত সনদপত্র কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, নীট্ ওজন ইত্যাদি টিন/ক্যান এর উপর অবশ্যই লেখা থাকতে হবে।

বৈদেশিক সাহায্য

৯.২১ বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ অর্থবছর ০৬ এর ১৫৬৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৬২৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ৯.৪)। অর্থবছর ০৭-এ খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ৯৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৩৮.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ০৭-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ০৬-এ ছিল ১৪৭১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উলেখ্য যে, অর্থবছর ০৬ ও অর্থবছর ০৭-এ কোন প্রকার পণ্য সাহায্য পাওয়া যায়নি।

৩০ জুন ২০০৭ এ মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৭০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ০৭-এ জিডিপি'র শতকরা ২৯.১ ভাগ) যেখানে অর্থবছর ০৬-এর জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ১৮৬০৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ০৬-এ জিডিপি'র শতকরা ৩০.০ ভাগ)।

অর্থবছর ০৭-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (IMF থেকে পুনঃক্রয় ছাড়া), যা অর্থবছর ০৬-এর তুলনায় ৩৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ৫.৭ ভাগ বেশি। অর্থবছর ০৭-এ আসল এবং সুদ বাবদ যথাক্রমে ৫২৫.০ মিলিয়ন ও ১৭৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যেখানে অর্থবছর ০৬-এ এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮৮.০ মিলিয়ন ও ১৭৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ০৭-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫.৮ ভাগ।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

৯.২২ ভাসমান বিনিময় হার কার্যক্রমের অধীনে ব্যাংকগুলো আন্তঃব্যাংক ও ভোক্তাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কালে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কালে সংশ্লিষ্ট মুদ্রার বাজার চাহিদা ও যোগানের উপর বিনিময় হার নির্ভর করে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বিনিময় হার নির্ধারণে অস্বাভাবিক উঠানামা প্রতিরোধ করে বাজারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে বাজার থেকে ডলার ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারে। অর্থবছর ০৭-এর ১ম ত্রৈমাসিকে টাকা-ডলার বিনিময় হারে চাপ থাকায় তা প্রতি ডলার ৬৯.৪৯-৬৯.৮৫ টাকায় লেনদেন হয়। ২য় ত্রৈমাসিকের শুরুতে টাকা তার হৃত মূল্য ক্রমাগত অর্জন করতে থাকে

সারণী ৯.৪ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬স	অর্থবছর ০৭সা
১। প্রাপ্তি	১৪৮৮	১৫৬৮	১৬২৫
ক) খাদ্য সাহায্য	৩২	৯৭	৬০
খ) পণ্য সাহায্য	২২	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	১৪৩৪	১৪৭১	১৫৬৫
২। পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি)	৬৫৬	৬৬৬	৭০৪
ক) আসল	৪৭৩	৪৮৮	৫২৫
খ) সুদ	১৮৩	১৭৮	১৭৯
৩। জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১৮৪১৬	১৮৬০৩	১৯৭০৩
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	৩০.৫	৩০.০	২৯.১
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) পরিশোধ	৭.৭	৬.৪	৫.৮

* আইএমএফ লোন বাদে।
স=সংশোধিত, সা=সাময়িক।

এবং অক্টোবর ২০০৬ এর মাঝামাঝি প্রতি ডলার ৬৬.০০ টাকায় লেনদেন হয়, কিন্তু তা আবার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নভেম্বর ২০০৬ এর শেষে তা রেকর্ড পরিমাণ সর্বোচ্চ প্রতি ডলার ৭২.৯৫ টাকায় লেনদেন হয়। ৩য় ত্রৈমাসিকে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের বৃদ্ধি ঘটায় বাজারে তারল্যের অনুপ্রবেশের ফলে টাকা-ডলার বিনিময় হারে টাকার মূল্যমান কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি ডলার ৬৮.৮০-৭০.৫৫ টাকায় লেনদেন হয়। জুন ২০০৭ শেষে প্রতি ডলার ৬৮.৭০-৬৯.৩০ টাকা লেনদেনে প্রায় স্থিতিশীল থাকে।

অর্থবছর ২০০৭ এ বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারের অতিরিক্ত তারল্য রোধের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ৬৪৯.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ২০.৩ বিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ৫.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৯.১৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে অ-প্রকৃত ক্রস কারেন্সী ফরোয়ার্ড ও সোয়াপ লেনদেন (non-real cross currency forward and swap transactions) থেকে বিরত থাকার নির্দেশনার কারণে আন্তঃব্যাংক ফরোয়ার্ড লেনদেনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের মত অর্থবছর ০৭-এও প্রায় শূন্যে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

৯.২৩ রপ্তানি আয় এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের

মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং জুন ২০০৭ শেষে তা ৫০৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ৯.৫)। এ প্রবৃদ্ধি জুন ২০০৬ শেষের ৩৪৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৪৫.৭ ভাগ বেশি।

অন্যদিকে, ২০০৭ সালের জুন শেষে বিদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০৭.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৮.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, ব্যাংক ব্যবস্থায় (বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ) বৈদেশিক মুদ্রার মোট মজুদ পূর্ববর্তী বছর শেষের চেয়ে ১৭০০.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৭ শেষে ৫৪৪৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (চার্ট ৯.৮)। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালান্স শীটে বর্ণিত সম্পদের প্রায় শতকরা ৪৯.৬ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রিজার্ভ থেকে অর্জিত আয় বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি উলেখযোগ্য আয়ের উৎস।

রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৯.২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ আয়ে বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ধারণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে সুদ হারের চিত্র ও বিনিময় দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের উপর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল ও তারল্য সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টিভঙ্গির উপর রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে।

মূলধন সংরক্ষণ, তারল্য ব্যবস্থাপনা ও কাঙ্ক্ষিত আয়ের উপর দৃষ্টি রেখে স্বল্প মেয়াদি মুদ্রা বাজারের বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টে রিজার্ভের সিংহভাগ বিনিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বিনিয়োগের উপর থেকে বর্ধিত আয়ের সুযোগ ব্যবহারের লক্ষ্যে তারল্য সংরক্ষণ সীমা এবং বাজার ও ঋণঝুঁকি পরিসীমা পরিপালন সাপেক্ষে পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বহুমুখী করে দীর্ঘ মেয়াদি বন্ড ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ও মুদ্রা বাজারের বিভিন্ন লেনদেনকারীর সম্ভাব্য সহজ দায় পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সিগুলোর রেটিং এর উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ লেনদেন সীমা (counter party limits) নির্ধারণ করা হয়।

সারণী ৯.৫ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

তারিখ	স্থিতি
জুন ৩০, ১৯৯৬	২,০৩৯
জুন ৩০, ১৯৯৭	১,৭১৯
জুন ৩০, ১৯৯৮	১,৭৩৯
জুন ৩০, ১৯৯৯	১,৫২৩
জুন ৩০, ২০০০	১,৬০২
জুন ৩০, ২০০১	১,৩০৭
জুন ৩০, ২০০২	১,৫৮৩
জুন ৩০, ২০০৩	২,৪৭০
জুন ৩০, ২০০৪	২,৭০৫
জুন ৩০, ২০০৫	২,৯৩০
জুন ৩০, ২০০৬	৩,৪৮৪
জুলাই ৩১, ২০০৬	৩.২৪৫
আগস্ট ৩১, ২০০৬	৩,৬০৫
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৬	৩,৪৪৭
অক্টোবর ৩১, ২০০৬	৩,৫৪৩
নভেম্বর ৩০, ২০০৬	৩,৫৩৪
ডিসেম্বর ৩১, ২০০৬	৩,৮৭৮
জানুয়ারি ৩১, ২০০৭	৩,৭৩৯
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০০৭	৪,১৫৭
মার্চ ৩১, ২০০৭	৪,২০০
এপ্রিল ৩০, ২০০৭	৪,৫৩৮
মে ৩১, ২০০৭	৪,৪৩৯
জুন ৩০, ২০০৭	৫,০৭৭

উৎস ঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.৮

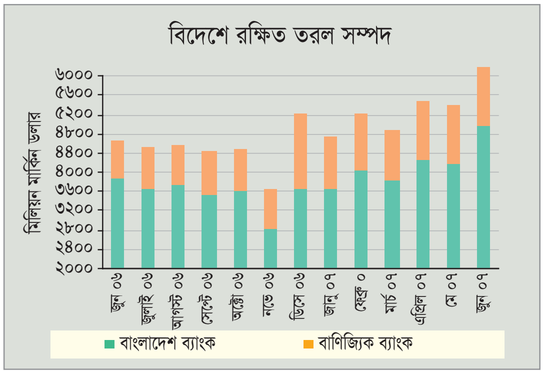

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন

৯.২৫ অর্থবছর ০৭-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেন বৃদ্ধি পায়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় চলতি বছরেও বাংলাদেশ ছয়টি দ্বি-মাসিক নিষ্পত্তিতে

নীট দেনাদার ছিল। আলোচ্য বছরে ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় উলেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেলেও আমদানি ব্যয় উলেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অর্থবছর ০৬-এর ১৪৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৯৭৫.৭ কোটি টাকা) থেকে রেকর্ড পরিমাণ ১৩.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ৯.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ১৩১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৯০২.৩ কোটি টাকা) এ দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলো হতে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ১৯৩২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৩০০৯.৭ কোটি টাকা) হতে ৩৬৮.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ১৯.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩০১.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৫৮০৮.৭ কোটি টাকা) এ দাঁড়ায়। ফলে, নীট দেনার পরিমাণ অর্থবছর ০৬-এর ১৭৮৮.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১২০৩৪.০ কোটি টাকা) থেকে ৩৮১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ২১.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ ২১৬৯.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৪৯০৬.৪ কোটি টাকা) এ দাঁড়ায়। ACU এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ সারণী ৯.৬ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

৯.২৬ জুন ২০০৩ এ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ৩-বছর মেয়াদি Poverty Reduction & Growth Facility (PRGF) সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ৩৪৭.০ মিলিয়ন এসডিআর ঋণ প্রাপ্তির অনুমোদন লাভ করে। বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জুলাই ২০০৪-এ PRGF-কে আরো সম্প্রসারিত করে Trade Integration Mechanism (TIM) এর আওতায় আরো ৫৩.৩৩ মিলিয়ন এসডিআর অনুমোদন করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে PRGF এর আওতায় অনুমোদিত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০.৩৩ মিলিয়ন এসডিআর। PRGF এর ষষ্ঠ কিস্তি ৩৩.৬৭ মিলিয়ন এসডিআর নভেম্বর ২০০৬-এ বাংলাদেশ কর্তৃক উত্তোলন করা হয়েছে। জুন ২০০৭ শেষে PRGF এর আওতায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৬.৭৩ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ০৭-এ বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে কোন পুনঃপরিশোধ/পুনঃক্রয় করেনি। আলোচ্য অর্থবছরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩.৩৯ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে। উপরোক্ত লেনদেন সমন্বয়ের ফলে জুন ২০০৭ শেষে আন্তর্জাতিক অর্থ

সারণী ৯.৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭
১) প্রাপ্তি (রপ্তানি)	১২১.৬	১৪৪.৭	১৩১.৫
	(৭৪৯.৪)	(৯৭৫.৭)	(৯০২.৩)
২) পরিশোধ (আমদানি)	২০০০.৩	১৯৩২.৮	২৩০১.১
	(১২৩৪৭.৮)	(১৩০০৯.৭)	(১৫৮০৮.৭)
	-১৮৭৮.৭	-১৭৮৮.১	-২১৬৯.৬
নীট ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	(-১১৫৯৮.৪)	(-১২০৩৪.০)	(-১৪৯০৬.৪)

নোট ঃ ১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকা নির্দেশ করে।
২) এসিইউ ডলার = ১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৬৮.৮০০০ টাকা।
উৎস ঃ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৯.৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধা	ক্রমপুঞ্জীভূত উত্তোলন/ক্রয়	জুন ২০০৫ শেষে বকেয়া স্থিতি	অর্থবছর ০৬-এ উত্তোলন/ক্রয়	জুন ২০০৬ শেষে বকেয়া স্থিতি
পিআরজিএফ				
জুন ২০০৩	৩১৬.৭৩	২৮৩.০৬	৩৩.৬৭	৩১৬.৭৩

উৎস: ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তহবিল এর কাছে বাংলাদেশের বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৬.৭৩ মিলিয়ন এসডিআর (সারণী ৯.৭)।

বিনিময় হার

৯.২৭ চলতি অর্থবছরে টাকা-ডলার বিনিময় হারে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছরের শুরুতে বৈদেশিক বিনিময় বাজারে উচ্চতর চাহিদার কারণে টাকা-ডলার বিনিময় হারে চাপ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছরের ১ম দু'মাসে বিনিময় হারে প্রায় স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। তারপর, সেপ্টেম্বর ২০০৬ এর শুরু থেকে তা অবমূল্যায়ন হওয়া শুরু হয় এবং জানুয়ারি ২০০৭ এর ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। এর পরে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং তা জুন ২০০৭ এর শুরু পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের সাথে রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স খাত থেকে উলেখযোগ্য পরিমাণে ডলার আগমনের ফলে মধ্য জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। জানুয়ারি-জুন ২০০৭ সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য শতকরা ১.৫৭ ভাগ (nominal monthly average) বৃদ্ধি পায়।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিষয়ক বিধি-নির্দেশনায় পরিবর্তন

৯.২৮ অর্থবছর ০৭-এ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিষয়ক বিধি-নির্দেশনায় উলেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

ক) অর্থবছর ০৭-এ হালাল মাংস রপ্তানির জন্য শতকরা ২০ ভাগ হারে রপ্তানি ভর্তুকি দেয়া হবে।

খ) অর্থবছর ০৭-এ নির্বাচিত পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তার হার ছিল নিম্নরূপ ঃ রপ্তানিমুখী স্থানীয় বস্ত্র খাত- ৫%, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ-১০%, চামড়াজাত দ্রব্যাদি ১৫%, হোগলা, খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে তৈরি পণ্য ১৫%-২০% (দেশীয় উপকরণ ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল), তামাক-১০%, আলু-১০%, বাইসাইকেল-১৫%, হাড়ের গুঁড়া-১৫%, পাটজাত পণ্য-৭.৫%, হ্যাচিং ডিম এবং এক দিনের মুরগীর বাচ্চা (day old chicks)-১৫%, হালকা প্রকৌশল পণ্য-১০% এবং কৃষি পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য ২০%।

গ) ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ কৃষি-ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তরল গ্লুকোজ (liquid glucose) পণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ভর্তুকির হার নীট প্রত্যাবাসিত এফওবি মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ হবে। এ সুবিধা ১ জুলাই ২০০৫ থেকে ৩০ জুন ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকৃত তরল চিনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ঘ) আগস্ট ২০০৬-এ এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সম্প্রসারণ/বিএমআরই-এর জন্য টাকায় প্রদেয় মেয়াদি ঋণ (term loan in Taka) বর্ধিতকরণ/নবায়ন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হবে না। তবে, শর্ত থাকে যে, ১) টাকায় প্রদেয় মেয়াদি ঋণ মোট মেয়াদি ঋণের শতকরা হিসেবে উক্ত ফার্ম/কোম্পানীতে বাংলাদেশী নাগরিক এবং বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত নয় এরূপ ফার্ম/কোম্পানীর ধারণকৃত সম-মূলধন অংশের বেশি হবে না। ২) ফার্ম/কোম্পানীর মোট ঋণ, ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত ৫০ ঃ ৫০ এর বেশি হবে না। অধিকন্তু, অনুরোধ করা হলে, বাংলাদেশ ব্যাংক উপরে বর্ণিত শর্তাদি বিদ্যমান না থাকলেও মেয়াদি ঋণের অনুমোদন দিতে পারে।

ঙ) Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCPDC-600) ২০০৭ রিভিশন প্রতিপালনের জন্য অনুমোদিত ডিলারগণকে ১ জুলাই ২০০৭ থেকে সকল ঋণপত্র খোলার সময় তা প্রতিপালনের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশ থেকে ঋণপত্রের মাধ্যমে রপ্তানির সময় UCPDC-600 এর শর্তাদি প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য অনুমোদিত ডিলারগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপ প্রয়োজন হলে অনুমোদিত ডিলারগণ বিধি অনুযায়ী ঋণপত্র সংশোধন করে নিবেন।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম

৯.২৯ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর আওতায় অর্থবছর ০৭-এর বাংলাদেশ ব্যাংক মানি লন্ডারিং বিষয়ে আর্থিক সম্প্রদায়ের সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সন্দেহযুক্ত ও বৃহৎ লেনদেন পর্যবেক্ষণ করছে এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নিকট তথ্য সরবরাহ করছে। অর্থবছর ০৭-এ বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিশ্লেষণমূলক সফটওয়্যার সংগ্রহ করেছে, যা সারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন Financial Intelligence Unit (FIU) ব্যবহার করে থাকে এবং ইহা মানি লন্ডারিং এর ক্ষেত্রে রিপোর্টিং এজেন্সি/সংস্থার সরবরাহকৃত সন্দেহযুক্ত লেনদেনের তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকৃত মালিককে চিহ্নিত করে থাকে।

৯.৩০ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগে একটি FIU স্থাপনের জন্য ১৬ মে ২০০৭ তারিখে একটি প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করা হয়েছে, যাতে আর্থিক অপরাধের একটি শক্তিশালী ডাটাবেস তৈরি করা হবে ও ঐ সব অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। FIU এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গোপনীয়তা রক্ষার যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে FIU কার্যকরভাবে কাজ শুরু করেছে এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য FIU এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সাথে মত বিনিময়, অভিজ্ঞতা অর্জন ও তথ্য আদান প্রদান করছে।

৯.৩১ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৯১টি সন্দেহজনক লেনদেনের সন্ধান পেয়েছে। ১৭টি তফসিলি ব্যাংককে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা/গাইডলাইন অনুসরণ না করার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

৯.৩২ কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে কোন একটি একাউন্টে ০.৫০ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব টাকা নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ

লেনদেন রিপোর্টিং (Cash Transaction Reporting, CTR) পদ্ধতি জানুয়ারি ২০০৬ থেকে চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এতদসংক্রান্ত একটি সফট্‌ওয়্যার তৈরি করেছে এবং তা তফসিলি ব্যাংকসমূহের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৯.৩৩ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া, অর্থবছর ০৬ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রায় সকল শাখা ব্যবস্থাপকগণকে managers' conference programme এর অধীনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৯.৩৪ এ বছর বিভিন্ন মানি লন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট অর্থায়ন সংশিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং মানি লন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট অর্থায়ন প্রতিরোধে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদার করেছে।